যুগান্তর
প্রিন্ট: ০৫ নভেম্বর ২০২৫, ০২:১৭ পিএম

সারাদেশ

দুই মাসের মধ্যে সব ক্যাম্পাসে নির্বাচন দিতে হবে: ডাকসু ভিপি

বরিশাল ব্যুরো
প্রকাশ: ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ১০:২৫ পিএম

সাদিক কায়েম। ছবি: যুগান্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহ-সভাপতি (ভিপি) সাদিক কায়েম বলেছেন, দেশের সব ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের প্রাণের দাবি হচ্ছে প্রতিটি ক্যাম্পাসে ছাত্র সংসদ নির্বাচন। জুলাই অভ্যুত্থানের পর শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়েছে। একইভাবে আগামী দুই মাসের মধ্যে দেশের সব ক্যাম্পাসে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিয়ে দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা প্রত্যেক ক্যাম্পাসে নেতৃত্ব দেবে।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকালে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (ববি) ছাত্র শিবিরের আয়োজনে ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত ‘এক শিক্ষার্থী এক কুরআন’ প্রদান অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সাদিক কায়েম বলেন, আমরা আশা করব, এই দাবি নিয়ে শিক্ষার্থীরা জেলা প্রশাসন, কলেজ প্রশাসনের কাছে যাবে। কিছু জায়গায় আইন সংস্কার করতে হবে। দ্রুত আইন সংস্কার করে জুলাই প্রজন্মের বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্টরা সামগ্রিক সহযোগিতা করবে। আমরা চার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নেতারা মিলে বিষয়টি সরকারের কাছে উপস্থাপন করব। আমরা আশা করব, সরকার যেভাবে চারটা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন দিয়েছে সেভাবে বাকি ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিয়ে দেবে।

তিনি বলেন, খুনি হাসিনা গত ১৬ বছর যে ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছে গুম, খুন নির্যাতন, জুলাই গণহত্যা এই প্রত্যেকটি হত্যার বিচার স্বাধীন বাংলাদেশে হতে হবে। যে কাঠামোর মাধ্যমে হাসিনা ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠেছে, যেসব প্রতিষ্ঠান ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে ফ্যাসিস্টের উপাদানগুলোকে দূর করতে হবে। তার জন্য যে সংস্কার সেটা করতে হবে।

সাদিক কায়েম বলেন, হাসিনার একটি হত্যার রায়ও কার্যকর করতে পারেনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার; যা সবাইকে হতাশ করেছে। বরিশালে ছাত্র সংসদ নির্বাচন যাতে দ্রুত হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের জবাবে সাদিক কায়েম বলেন, ছাত্রশিবিরকে দমন নিপীড়ন করার জন্য হাসিনা বিভিন্নভাবে ফ্রেমিং করেছে। এর জন্য সহযোগিতা করেছে কালচারাল ফ্যাসিস্টরা। তারা শিবিরকে দানব হিসেবে হাজির করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এদেশের ছাত্র-জনতা এই ফ্রেমিংকে ভেঙে দিয়েছে।

ডাকসু ভিপি বলেন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো ফ্যাসিবাদের দোসররা রয়ে গেছে। তাদের অপসারণ করতে হবে। হাসিনার বিচার, গণহত্যা ও জুলাই সনদ বাস্তবায়ন না করতে পারলে এই জাতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে ক্ষমা করবে না। খুব দ্রুত সময়ের মধ্যেই বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে। নির্বাচনে শিবিরের বিজয় হবে। পরাজয়ের কোনো সুযোগ নেই।

তিনি বলেন, ঐকমত্য কমিশনের ৮৭টি প্রস্তাবনা এসেছে। এর মধ্যে যেগুলো রাষ্ট্র কাঠামোকে ঢেলে সাজানোর জন্য দরকার মেজর সংস্কার প্রস্তাবনাগুলো বিএনপি নোট অব ডিসেন্ট (ভিন্নমত পোষণ) করেছে। তারা যদি সংস্কার না চায় ফ্যাসিবাদের উপাদানগুলোকে রেখে দিতে চায়, তাহলে ছাত্র-জনতা সেটা মেনে নেবে না। শিক্ষার্থী ও শহীদদের যে আকাঙ্ক্ষা নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা, ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থাকে বিলোপ করে রাষ্ট্র সংস্কারে বিএনপি যেন সহযোগিতা করে-এমন প্রত্যাশা জানান ঢাবির ভিপি।

ববির ছাত্রশিবিরের সভাপতি আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং অর্থ ও দপ্তর সম্পাদক জাকারিয়া ইসলামের সঞ্চালনায় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।